13-10-50

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

স্বপ্নকথা

পরিচালনা, শিল্পনির্দ্দেশনা, চিত্রনাট্য, কাহিনী ও গান : সৌরেণ সেন

সঙ্গীত পরিচালনা : পঙ্কজ মল্লিক। চিত্রশিল্প : মনু ব্যানার্জি। শব্দানুলেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সংলাপ : প্রতিভা বসু। সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবিশ। পরিস্ফুটনা : পঞ্চানন নন্দন। নৃত্য পরিকল্পনা : বালকৃষ্ণ মেনন। সেট নির্ম্মাণ : পুলিন ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : জলু বড়াল, ছবি ঘোষাল। কর্ম্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

সহকারিগণ :

পরিচালনায় : অনন্ত গোস্বামী, শৈলেন দে, নির্ম্মল মিত্র। চিত্রনাট্যে : প্রতিভা বসু। চিত্রশিল্পে : নির্ম্মল গুপ্ত, নরেন মজুমদার। শব্দানুলেখনে : প্রদ্যোত সরকার, চঞ্চল ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনায় : বীরেন বল। পরিস্ফুটনে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী, সত্যেন বসু। দৃশ্যাঙ্কনে : রামচন্দ্র সেণ্ডে। শিল্প নির্দ্দেশনায় : রবি চ্যাটার্জ্জি, হাসান আলি। মঞ্চসজ্জায় : মোহিনী মুখার্জ্জি, প্রহ্লাদ পাল। সাজ সজ্জায় : যতীন কুণ্ডু। স্থির চিত্রে : প্রভাকর হালদার। রূপসজ্জায় : মদন পাঠক, নারাণ মজুমদার, গোপাল হালদার। শিল্পী সংগ্রহে : বীরেন দাস, ধীরেন দাস, গৌর দাস। ব্যবস্থাপনায় : মনোজ মিত্র।

ভূমিকায় :

অসিতা বসু, অসিতবরণ, সাধনা, কালী সরকার, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নটবর, নরেশ বসু, কমল মিশ্র, ডোরা, বিভূতি দাস, জহর রায়, প্রভাত কুমার, আর বুলান।

পরিবেশক :

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা।

আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

মূল্য দুই আনা

কাহিনী

যৌবনের প্রথম পর্ব্বেই মা বাপ দুজনাকেই অকালে হারিয়ে নিরাশ্রয়া সন্ধ্যা একটুখানি আশ্রয়ের আশায় স্নেহাতুর মামার সংসারে আসে। সে প্রায় বছর দুই আগের কথা। নিরীহ, সদাশিব মামা ছিলেন ছোট্ট ষ্টেশন লক্ষ্মীপিঠের একাধারে ষ্টেশন মাষ্টার, পিয়ন, টিকেট কালেক্টর। আর মামী? তিনি ছিলেন ষ্টেশন মাষ্টারের বিপরীত। বহু সন্তানের জননী হয়েও তাঁর বিপুলায়তন শরীরের মেদাধিক্য কোন দিনই হ্রাস পায়নি। মামীর অন্তরে স্নেহরসের ধারা অনেকদিন আগে থেকেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছিল; তার উপর যেদিন সন্ধ্যা এসে এ সংসারে প্রবেশ করলে, সেদিন থেকে তা সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে তো গেলই, এমন কি, স্বামীর প্রতি তার বিরূপ মনোভাবও চরমে গিয়ে পৌঁছুল। সূর্য্য ওঠার আগে থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের জন্য অবিরাম কাজ করে যায় সন্ধ্যা, কিন্তু একটী দিনের তরেও সে মামীর মুখে একটী মিষ্টি কথা শুনতে পায়না। প্রতিদিন তাকে বিদ্রূপ বাক্য ও নির্য্যাতনের সীমাহীন সাগর পাড়ি দিতে হয়। এরই মাঝে মামার হৃদয়ের ভালবাসা, স্নেহ সিঞ্চনটুকু সন্ধ্যা পায়। মামীকে লুকিয়ে, সন্ধ্যাকে ঘিরে মামার কত আদর, কত সাধ। কিন্তু গরীব ষ্টেশন মাষ্টার তিনি, কতটুকুই বা তাঁর ক্ষমতা, কিই বা করবেন তিনি। তার উপর যেথানে সংসারের কর্ত্রীই বিরূপ। এমনি করে সন্ধ্যার দিন কেটে যায় হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে।

এরই মাঝে কাজের ফাঁকে যখন মামার ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বসে, সন্ধ্যা তখন স্বপ্ন দেখে—ভবিষ্যতের উজ্জ্বল রঙীন স্বপ্ন। কল্পনার রঙীণ পথে উড়ে চলে তার মন, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, দেশ থেকে দেশান্তরে।

ভাইবোনদের রূপকথার গল্প বলতে বলতে সন্ধ্যার মন চলে যায় রূপকথার দেশে। মন তার অপরাজিতা। সেই মন কল্পনায় ভেসে চলে মেঘরাজ্যের ভেতর দিয়ে চাঁদের দেশের পথে, যে-দেশের রাণী সে নিজেই। স্বপ্ন দেখে,—মেঘের উপর দিয়ে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে অচিনদেশের রাজকুমার এগিয়ে আসচে তারই পানে। সখীরা ছুটে যায় রাজকুমারকে দেখতে, চাঁদের দেশের পরীরা আলোর ঘাগরা আর জোনাকীর ওড়না পরে মেঘের দেশের ভেতর দিয়ে রাজকুমারকে নিয়ে আসে তার প্রাসাদ পানে। নিজের মনেই প্রশ্ন করে সন্ধ্যা—"কে ঐ রাজকুমার?"

তক্ষুণি তার বাস্তব মন সাড়া দেয়—"কেন? ওই তো সেই শিল্পী—ষ্টেশনে কুয়োর ধারে তাঁবু খাঁটিয়ে বসে আছে!" অবাক হয়ে যায় সন্ধ্যা, শিল্পী অরুণের সঙ্গে তার কল্পনা রাজ্যের রাজকুমারের অবিকল মিল!

কিন্তু কল্পনা রাজ্যে মন উড়ে চললেও তাকে পদে পদে ব্যাহত করে বাস্তব এসে। নইলে সন্ধ্যার দুঃখের জীবনের মাঝে কেশব ঠাকুর এগিয়ে আসে কেন? মুখে হরিনাম, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, কেশব ঠাকুরের সদাহাস্য মুখখানা দেখে ভয়ে সন্ধ্যার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। স্তব্ধ, বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে সে শোনে, টাকা পরিশোধে অপারগ তার মামাকে হুমকী দিচ্ছে কেশব ঠাকুর। তার মনোনীত পাত্রের

সঙ্গেই সন্ধ্যার বিয়ে দিতে হবে। উপায়হীন, নিঃসম্বল ষ্টেশন মাষ্টারকে কেশব ঠাকুরের ভয়ে আর স্ত্রীর কঠিন পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে তাইতে রাজী হতে হয়। সন্ধ্যার বুকের উপর নেমে আসে পাষাণের গুরুভার। তার স্বপ্নরাজ্যে আবির্ভাব হয় এক ডাইনী। কেশব ঠাকুরের মাঝে এর প্রতিমূর্ত্তি দেখে সে শিউরে ওঠে। ছুটে যায় সে অরুণের কাছে। সব শুনে অরুণ তাকে আশ্বাস দিয়ে কলকাতায় রওয়ানা হয় টাকার যোগাড় করে আনতে। ·· ··· অরুণের ফিরে আসার নির্দ্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়। ষ্টেশনমাষ্টার আর সন্ধ্যা উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে, ব্যাকুল ভাবে তার জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু অরুণ আসে না। এদিকে কেশব ঠাকুর, বর ও তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে হাজির হয়েছে! সন্ধ্যার আকুল কান্না উপেক্ষা করে মামী জোর করে তাকে বসিয়ে দিয়েছে বিয়ের আসনে। হু হু করে সময় এগিয়ে চলেছে! বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। সন্ধ্যার দুচোখ বেয়ে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা। একমনে সে ডাকে—"অরুণ! রাজকুমার! কোথায় তুমি? তুমি কি আসবেনা?" ওদিকে কেশব ঠাকুরের চক্রান্তে ষ্টেশনমাষ্টার বন্দী হয়ে পড়ে রয়েছেন, আর অরুণকে অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হয়েছে রেললাইনের উপর! হু হু শব্দে পাঞ্জাব মেল এগিয়ে আসে—

তারপর?............

গান

(১)

আমরা চাঁদের দেশের মেয়ে
চাঁদের ভালবাসা আনি জ্যোৎস্না নদী বেয়ে ॥
এই ধরণীর বুকে আঁকি
চাঁদের ভালবাসা
পাতার বুকে নিত্য লিখি
ফুল ফোটাবার আশা
নদীর বুকে হীরা ছড়াই
মেঘ চূড়াতে মুকুট পরাই
বনস্পতির ঘুমটী ভাঙ্গাই জাগরণী গেয়ে ॥

(২)

রাজপুত্তুর এগিয়ে চলো রাজকন্যার দেশে
সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে চলো হেসে।
রাক্ষসটা ঘুমিয়ে আছে
ডাইনী বুড়ী নেইকো কাছে
বসে আছে রাজকুমারী মন ভুলানো বেশে
রাজপুত্তুর এগিয়ে চলো রাজকন্যার দেশে ॥

(৩)

রাজকন্যার প্রাসাদ ওঠে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে।
রাজকুমারের পথটী আসে নদীর বাঁকে বাঁকে।
সেই পথেতে এলো কুমার কমলমণি শিরে
বাতায়নে রাজকুমারী এগিয়ে এলো ধীরে।
কুমার বলে—"দ্বার খুলে দাও, মালা দেবো গলে,"
কন্যা বলে "আসবে তুমি বল কোন ছলে।"
মায়াদর্পণ বলে—'ফেলো মাথার চিরুণী,
মনের কথা বুঝবে কুমার আসবে এখুনি।"
'এসো এসো এসো এসো স্বপন সিঁড়ি বেয়ে
মাথার সিঁথি অরুণ কর পরশ খানি দিয়ে।'
রাজকুমারী, তোমার প্রাসাদ পানে,
তাকিয়ে থাকার ক্ষণটী আমার ভরে দিও গানে।

* * * *

তাইতো গড়ি স্বপনপুরী তোমার প্রাসাদ তলে
মিলন আশার প্রদীপ খানি মণিকোঠায় জ্বলে।

(৪)

কেন ভাল লাগে, কে জানে
সেই তো আকাশ সেই তো বাতাস
সেই পুরাতন সবখানে।
ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া
ক্ষণে ক্ষণে ফিরে পাওয়া
হারিয়ে যাওয়া, ফিরে পাওয়া
নেই তো নুতন কোনখানে।
তবু ভাল লাগে কেন মন জানে।
পথের মাঝে সেই তো দেখা
সেই তো নয়ন ঈষত বাঁকা
তবু কেন সুরটী নুতন
লাগছে মোর প্রাণে
কে জানে।

(৫)

রাজকুমারী— এলে কুমার, এলে তুমি আজ
হৃদয়ে এলে
আকাশ বাতাস ভরিয়ে গানে,
রূপের শিখা জ্বেলে।
রাজকুমার—তুমি দিলে, দেখা দিলে, নিলে, মন নিলে
বাতায়নের পথে তুমি হৃদয়খানি নিলে।
রাজকুমারী— দূরের বুকে জ্যোৎস্না কাঁদে,
আকাশ কাঁদে মনে
যখন তুমি হারিয়ে থাকো,
ঘন তমাল বনে।
রাজকুমার—হারিয়ে থাকার ঘুমে যখন
তোমায় খুঁজে ফিরি
ফিরে পাওয়ার স্বপনখানি
জাগলো ধীরি ধীরি।

রাজকুমারী—বাতায়নের ঐ পারে ঐ না জানা
ঐ দেশে
মনের চাওয়া উঠল জেগে
রাজকুমারের বেশে।
আমি আঁচল দিলাম মেলে,
আমি পরাণ দিলাম ঢেলে
রাজকুমার—আমার প্রেমের মালা রাণী
তোমার গলায় দোলে
উভয়ে—তোমার আমার মিলন মালা
এক দোলাতেই দোলে।

(৬)

রাজকুমারী—ধর বুকে, যারে ধরি বুকে
ধরি বুকে যারে পরম সুখে।
দিল রাজার কুমার
গজমোতির এই হার
গলে পরি সুখে, পরম সুখে।
রাজকুমার—কেমন কথা কওগো মণি
কেমন কথা কও
অকারণে অকরুণ নও গো তুমি নও।
একা আমি নয়তো কিছু
থাকে যদি মনটা পিছু
তোমার পাশে থাকি যাতে তেমন
কথা কও।
রাজকুমারী—তোমার পরশ, আমার হরষ,
এই কথাটী কও।
মায়াদর্পণ—মায়াদর্পণ, করে তর্পণ, বাড়ুক
মনের সুখ
সখী—একি একি জাগলো দেখি ডাইনীবুড়ীর মুখ।
ডাইনী—হা হা হা হা

(৭)

আস্তাবল, আস্তাবল, পক্ষীরাজের আস্তাবল
নেই সারথী, নেইকো চাবুক নেইকো কোন
গণ্ডগোল।
নেইকো ভুষি, নেইকো দানা,
এই কথাটাই আছে জানা,
আস্তাবলে আসতে হলে হাসবে হাসি
উচ্চরোল গাও মধুনা
সকাল বিকাল কেবল খাওয়া
নীল আকাশের টাটকা হাওয়া
(হাল্‌কা হাওয়া)
মেঘের বুকে খেলবে পাখা
প্রাণের মাঝে উঠবে দোল—দোদুল দোল।
রূপ কথার ঐ রাজার ছেলে
রূপকুমারীর দেখা পেলে
পক্ষীরাজের চৌঘুড়ীটা ছুটবে তুলে জন্দরোল।
অরূপ দেশের কোনসে মেয়ে
কণ্ঠবীণায় উঠবে গেয়ে
এস এস এস আজি হৃদয় উতরোল।

(৮)

বাস্তবের এই পথের পারে
রূপকথার ঐ দেশ
এই কথাটী হোল বলা
গল্প হোল শেষ।
নীল যমুনা ঝরণা ধারায়
বাস্তবে যে পথটী হারায়
রূপকথার ওই হাজার তারায়
পরে নূতন বেশ।
এই পারে ঐ হারিয়ে যাওয়া
ওই পারে তাই ফিরে পাওয়া
নিত্যকালের আসা যাওয়া
একই সুরের রেশ।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউথিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।

স্বাস্থ্য
এবং
সৌন্দর্য্য
স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের আকর
স্নো, ক্রীম, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক প্রভৃতি সৌন্দর্য্যচর্চার বিভিন্ন উপাদান ত্বকের চটক বাড়ায় মাত্র— দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইহারা অক্ষম। কারণ দীপ্ত স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভিত্তি।
নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুন।
বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘি
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া
লক্ষ্মী ঘি
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পুষ্টিকর
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা